

## ॥ পাশ্চাত্য তাল পদ্ধতি ॥

ভারতীয় সঙ্গীতের অপেক্ষাও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতীয় সঙ্গীতে তালরহিত অংশও থাকিতে পারে। যেমন আলাপচারী। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালরহিত কোন অংশ থাকে না। সেখানে কোন আলাপচারী নাই। সেখানে সুর ও তাল সর্বদাই একাঙ্গ। আবার ভারতীয় তালপদ্ধতির মত এত জটিলতা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে নাই ; এত ভিন্ন ভিন্ন নামের তালও নাই।

### ॥ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালের স্থান ও সাধন ॥






ভারতীয় পদ্ধতিতে যাহাকে মাত্রা বলা হয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাহাকে বলা হয় 'বীট' (Beat) ; তালের বিভাগকে বলা হয় 'বার' (Bar) এবং তালকে বলা হয় 'টাইম' (Time)। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে প্রত্যেক বিভাগ বা 'বার'-এর মাত্রাসংখ্যা সমান হ' অর্থাৎ কোন একটি 'বার'-এ যদি দুইটি 'বীট' থাকে, তবে তাহার পরবর্তী সব কয়টি 'বার'-এ দুইটি করিয়া বীট থাকিবে। কোন একটি বারে তিনটি বিট থাকিলে তাহার পরবর্তী সব কয়টি বার-এ তিনটি করিয়া বীট থাকিবে। 'বীট'-এর তারতম্যের দ্বারাই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বীট! 'বীট' প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি 'বার'-এর মধ্যে একাধিক বীট থাকিলেও প্রত্যেকটি বীটের উপর একই প্রকার আঘাত করা হয় না। প্রথম বীট এর উপর একটু বেশী জোর বা বোঁক দেওয়া হয়। দ্বিতীয়টিতে তাহার অপেক্ষা কিছু কম জোর বা বোঁক, তৃতীয়টিতে আরও কম জোর বা বোঁক এবং চতুর্থটিতে তৃতীয়টির অপেক্ষাও আরও কম জোর বা বোঁক দেওয়া হয়। এই জোর বা বোঁককে বলা হয় 'অ্যাকসেন্ট' (Accent)। এইভাবে প্রত্যেকটি বীটকে অন্যগুলি হইতে পৃথক করা হয়।

### ॥ স্থায়ীত্ব জ্ঞাপক চিহ্ন ॥

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বীট-এর স্থায়ীত্ব বা কাল পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। বীট-এর স্থায়ীত্ব জানাইবার জন্য নানা প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই বীট-এর সংখ্যা এবং স্থায়ীত্বের উপর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

তবলা-২য়-৬

সঙ্গীতে সুর ও তাল একসঙ্গে হইয়া যায়। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে মাত্রা বা বীট বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি ব্যবহার করা হয়।

	o	-ব্রিড = ৮ মাত্রা (Breve)
চতুস্ত্র	○	-সেমিব্রিড = ৪ মাত্রা (Semibreve)
গুরু		-মিনিম = ২ মাত্রা (Minim)
লঘু		-ক্রচেট = ১ মাত্রা (Crotchet)
দ্রুত		-কোয়েভার = ½ মাত্রা (Quaver)
অনুদ্রুত		-সেমিকোয়েভার = ¼ মাত্রা (Semi Quaver)
অনু-অনুদ্রুত		-ডেমিসেমিকোয়েভার = ⅛ মাত্রা (Demisemi Quaver)

বার দিয়া যে টাইম-এর বিভাগ রচনা করা হয় তাহাকে বলা হয় 'মেজার' (Measure) অর্থাৎ পরিমাপ। বীট ও বার-এর সাহায্যে যে টাইম সৃষ্টি করা হয় তাহা দুই প্রকার হইতে পারে—

[১] সিম্পল টাইম (Simple Time) বা সরল প্রকৃতির তাল।

[২] কমপাউন্ড টাইম (Compound Time) বা মিশ্র প্রকৃতির তাল।

ভারতীয় সঙ্গীতে কোন কোন তালের প্রত্যেকটি বিভাগ সমান মাত্রা-বিশিষ্ট হয় না। যেমন ঝাপতালের এক বিভাগে ২ মাত্রা আবার অপর বিভাগে ৩ মাত্রা। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে কিন্তু টাইম-এর প্রত্যেকটি বিভাগ বা মেজারে মাত্রাসংখ্যা বা বীট সমান সংখ্যক হয়। কোন বিভাগ দুইমাত্রার হইলে সেই তালের সব বিভাগগুলিই দুইমাত্রার হইবে। পাশ্চাত্য তালের কোন বিভাগ কত মাত্রাবিশিষ্ট হইবে তাহার জন্য তিনপ্রকার নাম ব্যবহার করা হয় যেমন—[ক] ডুপল টাইম (Duple Time)—অর্থাৎ প্রতিটি বার-এ ২টি

করিয়া বীট। [খ] ট্রিপল টাইম (Triple Time) অর্থাৎ প্রতিটি বার-এ ৩টি করিয়া বীট।  
[গ] কোয়াড্রুপল টাইম (Quadruple Time)–অর্থাৎ প্রতিটি বার-এ ৪টি করিয়া বীট।

কম্পাউণ্ড টাইমের ক্ষেত্রে বীট-এর সংখ্যা সিম্পল টাইমের ৩ গুণ হয়। অর্থাৎ কম্পাউণ্ড ডুপল-এর এক একটি বার-এ থাকে ৬টি বীট, কম্পাউণ্ড ট্রিপল-এর বার-এ থাকে ৯টি বীট এবং কম্পাউণ্ড কোয়াড্রুপল-এর বার-এ থাকে ১২টি বীট। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বারের অন্তর্গত বীট-এর সংখ্যা পরিবর্তনের উপর তালের নাম ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

## ॥ টাইম সিগনেচার ॥

মাত্রার পরিমাণ জ্ঞাপক স্বরচিহ্নগুলিই পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে তালের চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। একটি 'বার'-এর মধ্যে কতগুলি বীট আছে তাহা জানাইবার জন্য ক্রেস সিগনেচারের ঠিক পাশে ভগ্নাংশ সংখ্যা দ্বারা লিখিত হয়। এই ভগ্নাংশকে বলা হয় "টাইম সিগনেচার" (Time Signature)।

কম্পাউণ্ড টাইমের ক্ষেত্রে টাইম সিগনেচারের বা ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যাটি সিম্পল টাইমের ৩ গুণ হয় এবং নীচের সংখ্যাটি হয় ২ গুণ। টাইম সিগনেচারগুলি সিম্পল ও কম্পাউণ্ড টাইমের ক্ষেত্রে এইভাবে লেখা হয়।

	সিম্পল টাইম			কম্পাউণ্ড টাইম		
ডুপল	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{6}{4}$
ট্রিপল	$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{12}{16}$	$\frac{9}{4}$
কোয়াড্রুপল	$\frac{4}{4}$	$\frac{8}{8}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{12}{8}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{12}{4}$

টাইম সিগনেচারে যে ভগ্নাংশটি লেখা হয়, তাহার লব অংশ বা উপরের সংখ্যাটি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেকটি বার-এর মধ্যে কয়টি বীট আছে। আর নীচের সংখ্যাটি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় প্রত্যেকটি বীট এর জন্য মাত্রাজ্ঞাপক কোন স্বরচিহ্ন প্রযুক্ত হইবে। সাধারণত টাইম সিগনেচারের হর অংশ বা নীচের সংখ্যাটি সেমিট্রিল বা তাহার অংশ বিশেষকেই নির্দিষ্ট করে। যেমন ট্রিপল টাইম সিগনেচারে লব অংশের ৩ সংখ্যাটি বুঝায় যে ; প্রতিটি বিভাগে ৩টি করিয়া বীট থাকিবে। আর হর অংশের ২ সংখ্যাটি বুঝায় যে, প্রতি বিভাগে ৩টি মিনিম চিহ্ন বসিবে। হর অংশের ৪ সংখ্যাটি বুঝায় যে প্রতি বিভাগে ৩টি ক্রুচেট চিহ্ন বসিবে।